৪ সেপ্টেম্বর ২০১০

প্রেস রিলিজ

পাকিস্তানে আত্মঘাতী বোমা হামলায় আহমদী মুসলমান নিহত

এতদ্বারা আহমদীয়া মুসলিম জামাত অত্যন্ত দুঃখের সাথে অবহিত করছে যে, ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখে দু'জন সন্ত্রাসী পাকিস্তানের মর্দানে অবস্থিত "বাইতুল যিকর" মসজিদে হামলা চালায়। এতে শেখ আমির রেযা নামের একজন আহমদী মুসলমান শহীদ হন। তবে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত আহমদী মুসুল্লীদের সাহসিকতায় অতিরিক্ত ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

প্রকৃত ঘটনা

৩রা সেপ্টেম্বর স্থানীয় সময় বেলা ১.০৫-এ মর্দানের মুসলিমাবাদে অবস্থিত ক্যানাল রোডস্থ "বাইতুল যিকর" মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়াচ্ছিলেন জনাব আতাউল হামিদ। তখন দু'জন অপরিচিত সন্ত্রাসী মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালায়।

প্রথমে হামলাকারীদের একজন মসজিদের প্রবেশদ্বার লক্ষ্য করে একটি গ্রেনেড ছুঁড়ে মারে যা কয়েক মিটার দূরে গিয়ে পড়ে। পরিস্থিতি দেখে প্রবেশদ্বারের কাছে অবস্থানকারী আহমদীরা মসজিদে প্রবেশ করে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

আহমদী নিরাপত্তা কর্মীদের সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপের ফলে আক্রমণকারীদের একজন আহত হয় এবং সে পিছু হটে যায়। তবে অন্যজন নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করতে থাকে। সে আবারো মসজিদে প্রবেশের চেষ্টা করে; কিন্তু কর্তব্যরত আহমদীরা তাকে প্রতিরোধ করে। যখন সে বুঝতে পারল যে, মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না; তখন সে তার জ্যাকেটের মধ্যে লুকিয়ে রাখা আত্মঘাতী বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটায়। বিস্ফোরণ এত শক্তিশালী ছিল যে এর ফলে মসজিদের গেট ও বাইরের দেয়াল উভয়ই বিধ্বস্ত হয়। এমনকি নিকটবর্তী আহমদী ঘর-বাড়িও এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথমোক্ত আক্রমণকারী, যে আহত হয়ে পশ্চাদপসরণ করেছিল, সে পালিয়ে যায় আর এখনো তার কোনো হদিস পাওয়া যায় নি।

মসজিদ ভবনে, বারান্দার শেষ প্রান্তে অবস্থিত ছোট একটি ঘরে নিরাপত্তা তল্লাশী করা হয়ে থাকে। শেখ আমির রেযা হামলার সময় সেই ঘরে কর্তব্যরত ছিলেন। গোলা-গুলির শব্দ শুনে তিনি মুসুল্লীদের নিরাপত্তার জন্য এবং হামলাকারীদের মসজিদে প্রবেশ থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে ঘরটির ভিতরের দিকের দরজা বন্ধ করে দেন। কিন্তু একজন আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। এর ফলে ঘরটির দরজা ও দেয়াল ভূপাতিত হয় এবং শেখ আমির রেযার গায়ে দরজার মারাত্মক আঘাত লাগে। তিনি গুরুতর আহত হন এবং হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। তার বাবার নাম মরহুম শেখ মুশ্‌তাক আহমদ। শেখ আমির রেযা, স্ত্রী লুবনা আমির, পুত্র উসামা (৯) এবং একটি শিশু কন্যা রেখে গেছেন। তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সর্বজনপ্রিয় এবং অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ এক সদস্য ছিলেন। তার ইলেকট্রনিক্সের ব্যবসা ছিল, এছাড়া ফুড আইটেমস এজেন্সিতেও কাজ করেছেন তিনি।

এই জঘন্য হামলায় আরো তিনজন আহমদী মুসলমান আহত হয়েছেন। তারা হলেন ফাহিম আহমদ খান, তৌফিক আহমদ এবং ইমরান জায়েদ।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ গত ৩ সেপ্টেম্বর জুম্মার খুৎবায় বলেন,

"আজ আমরা অত্যন্ত দুঃখজনক একটি সংবাদ পেয়েছি। আর তা হচ্ছে, জুম্মার নামাজের সময় [পাকিস্তানের] মর্দানে আমাদের মসজিদে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। এতে এক ব্যক্তি শহীদ হয়েছেন এবং আরো কয়েকজন আহত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা শহীদের আধ্যাত্মিক মর্যাদা উন্নীত করুন এবং যারা আহত হয়েছেন তাদের পূর্ণ আরোগ্য দান করুন।"

হুজুর আরো বলেন,

"কেমন মানুষ এরা? যারা ইসলাম ও আল্লাহ্‌র নামে এ ধরনের অপকর্মে লিপ্ত? এসব লোক, যারা আল্লাহ্‌র নামের দোহাই দিয়ে তাঁরই ইবাদতকারীদের উপর হামলা চালায়, তারা কোনো অবস্থাতেই আর যাহোক, ধার্মিকতার দাবি করতে পারে না। মাত্র দু'দিন আগেও লাহোরে শিয়া ধর্মাবলম্বীদের মিছিলে হামলা চালানো হয়েছে। এতে বহু নিরীহ লোক নিহত আর অনেকেই আহত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এসব দুষ্ট ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর হাত থেকে আমাদের দেশকে রক্ষা করুন। আসলে আমি এই দোয়াই করি যে, তিনি যেন সারা পৃথিবীকে রক্ষা করেন; কেননা এই অপকর্ম সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছে।"

=====================